ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯

(১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন)

যেহেতু ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।-(১) এই আইন ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ১৭ আষাঢ়, ১৩৯৬ মোতাবেক ১লা জুলাই ১৯৮৯ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

[১] [(ক) "ইটের ভাঁটা" অর্থ এমন স্থান যেখানে ইট প্রস্তুত বা পোড়ানো হয়;

(কক) "জ্বালানী কাঠ" অর্থ বাঁশের মোথা ও খেজুর গাছসহ জ্বালানী কাঠ হিসাবে ব্যবহারযোগ্য কাঠ;]

(খ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;

(গ) "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কোন কোম্পানী, সমিতি বা ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টিকেও বুঝাইবে;

(ঘ) "লাইসেন্স" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।-আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। [২]* **লাইসেন্স**।-[৩] (১) লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইটের ভাঁটা স্থাপন করিতে পারিবেন না বা ইট প্রস্তুত বা ইট পোড়াইতে পারিবেন না।

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে এবং ফিস প্রদান করিয়া উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত লাইসেন্সের জন্য [৪] [সংশ্লিষ্ট] [৫] [জেলা প্রশাসকের] নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

[৬][(৩) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, যিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিম্নে হইবেন না, উপজেলা স্বাস্থ্য প্রশাসক, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বা যেখানে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নাই সেখানে বন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমম্বয়ে এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি তদন্ত কমিটি থাকিবে।

(৩ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপ–ধারা (৩) এর অধীন গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট দরখাস্তে উল্লিখিত বিষয়গুলির সত্যতা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রেরিত হইবে।

(৩খ) উপ–ধারা ৩(ক) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক ক্ষেত্রমত দরখাস্তকারীকে বিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।]

(৪) ইট পোড়ানোর জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স, উহা প্রদানের তারিখ হইতে [৭][তিন] বৎসরের জন্য বৈধ থাকিবে, তবে উক্ত মেয়াদের মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সে উল্লেখিত কোন শর্ত লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে [৫][জেলা প্রশাসক] উক্ত লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত লাইসেন্স বাতিলের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান না করিয়া লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না।

[৮][(৫) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপজেলা সদরের সীমানা হইতে তিন কিলোমিটার, সংরক্ষিত, রক্ষিত, হুকুম দখল বা অধিগ্রহণকৃত বা সরকারের নিকট ন্যস্ত বনাঞ্চল, সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, আবাসিক এলাকা ও ফলের বাগান হইতে তিন কিলোমটিার দূরত্বের মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপন করার লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না এবং এই ধারা কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত সীমানার মধ্যে কোন ইটের ভাঁটা স্থাপিত হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স গ্রহীতা, সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, এই উপ-ধারার বিধান মোতাবেক, উহা যথাযথ স্থানে স্থানান্তর করিবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা।-এই উপ-ধারায় "আবসিক এলাকা" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি পরিবার বসবাস করে এমন এলাকা এবং "ফলের বাগান" অর্থ অন্যূন পঞ্চাশটি ফলজ বা বনজ গাছ আছে এমন বাগানকে বুঝাইবে।]

৫। [৮][জ্বালানী কাঠ] দ্বারা ইট পোড়ানো নিষিদ্ধ।-কোন ব্যক্তি ইট পোড়ানোর জন্য [৯][জ্বালানী কাঠ] ব্যবহার করিবেন না।

৬। [১০] **পরিদর্শন**।-(১) এই আইনের কোন ধারা লঙ্ঘন হইয়াছে কিনা তাহা নিরূপণ করার জন্য জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাহাদের পদ মর্যাদা সহকারী বনসংরক্ষক/সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, কোন প্রকার নোটিশ ব্যতীত, যে কোন ইটের ভাঁটা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শন কালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে,-

(ক) ইটের ভাঁটায় মওজুদ ইটগুলো পোড়ানোর জন্য জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট এবং জ্বালানী কাঠ আটক করিতে পারিবেন;

(খ) লাইসেন্স ব্যতীত ইটের ভাঁটা স্থাপন করা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট, সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য মালামাল আটক করিতে পারিবেন।

[১১] ৭। **দণ্ড**।-কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অপরাধ বিচারকালে আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ধারা ৬ এর অধীন আটককৃত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্ত যোগ্য, তাহা হইলে আদালত উক্ত ইট ও জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিবেন।

৮। [১২] **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ**।-[১৩] (১) জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বন কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, যাহাদের পদ মর্যাদা সহকারী বনসংরক্ষক/ সমপর্যায়ের নিম্নে নহে বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এর লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় হইবে।

৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১। ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ)(সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৭ নং আইন) দ্বারা ধারা ২ এর দফা (ক) এবং (কক) প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

২। পূর্বোক্ত আইন দ্বারা ৪ ধারার উপান্তটিকায় "ইট পোড়ানো" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে।

৩। পূর্বোক্ত আইন দ্বারা ৪ ধারার (১) উপ-ধারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৪। পূর্বোক্ত আইন দ্বারা ৪ ধারার (২) উপ-ধারায় "যে এলাকায় ইট পোড়ানো হইবে সেই এলাকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সংশ্লিষ্ট " শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৫। ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ)(সংশোধন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২২ নং আইন) দ্বারা ৪ ধারার (২) এবং (৪) উপ-ধারায় "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৬। ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ)(সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৭ নং আইন) দ্বারা ৪ ধারার (৩) উপ-ধারার পরিবর্তে (৩), (৩ক) ও ৩(খ) উপ-ধারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৭। পূর্বোক্ত আইন দ্বারা ৪ ধারার উপ-ধারা (৪) এ "পাঁচ" শব্দটির পরিবর্তে "তিন" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

৮। পূর্বোক্ত আইন দ্বারা ৪ ধারার উপ-ধারা (৪) এর পর উপ-ধারা (৫) সংযোজিত হইয়াছে।

৯। পূর্বোক্ত আইন দ্বারা ৫ ধারায় "জ্বালানী" শব্দটির পরিবর্তে "জ্বালানী কাঠ" শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

১০। পূর্বোক্ত আইন দ্বারা ৬ ধারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

১১। পূর্বোক্ত আইন দ্বারা ৭ ধারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

১২। ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ)(সংশোধন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২২ নং আইন) দ্বারা ৮ ধারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

১৩। ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ)(সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৭ নং আইন) দ্বারা ৮ ধারার (২) উপ-ধারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

শাখা-৪

নং-পবম-৪/৭/১২৩/২০০২/৯১২ তারিখ ঃ ২০-১০-২০০২ ইং

পরিপত্র

বিষয় ঃ ইটের ভাটার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও লাইসেন্স প্রদান প্রসঙ্গে।

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সারাদেশে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ এবং (সংশোধন) আইন, ২০০১ মোতাবেক ইটের ভাটা স্থাপন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইন/ বিধি অনুসারে ছাড়পত্র গ্রহণ সঠিকভাবে কার্যকর করা একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষিতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল ঃ

১। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট হইতে অথবা মহা-পরিচালকের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কেহ কোন ইট ভাটা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে পারিবেন না। এইরূপ আবেদনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা এইরূপ প্রমাণ দাখিল বা অঙ্গীকার করিবেন যে, উদ্যোক্তা ১২০ ফুট উচ্চতার চিমনী স্থাপনের কাজ শুরু করিয়াছেন এবং তাহা ৪(চার) মাসের মধ্যে শেষ করিবেন।

২। উদ্যেক্তা পরিবেশগত/অবস্থানগত ছাড়পত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবেশ অধিদপ্তরে এবং জেলা প্রশাসকের লাইসেন্সের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দপ্তরে আবেদন করিবেন। পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে ছাড়পত্র প্রদানের পর জেলা প্রশাসকগণ ইট ভাটার লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

৩। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ অনুসরণপূর্বক এবং ৩ নং ধারার (৩) উপ-অনুচ্ছেদের বিধি মোতাবেক সঠিকভাবে তদন্ত সাপেক্ষে নুতন ইটের ভাটার লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

৪। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন জেলা প্রশাসক ইট ভাটার লাইসেন্স নবায়ন করিবেন না। নবায়ন করিবার পূর্বে উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিবেশ

অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, চিমনী স্থাপনের প্রত্যয়নপত্র এবং VAT প্রদান সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করিবার পরই লাইসেন্স নবায়নর করিবেন।

৫। প্রতিটি জেলায় নুতন প্রযুক্তিতে ব্লক ইট তৈরীতে উদ্যোক্তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

৬। কোন অবস্থায়ই কোন ইট ভাটায় কাঠ বা কাঠ জাতীয় জ্বালানী ব্যবহার করা যাইবে না।

৭। পাহাড়ের পাদদেশে বা বনাঞ্চলে কোন ইটের ভাটা তৈরী করা যাইবে না (তিনটি পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা স্থানীয়ভাবে তদন্ত করিয়া ইট ভাটার স্থান নির্ধারণ করিবেন)।

৮। ঘনবসতিপূর্ণ, সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সংরক্ষিত এলাকা, বিনোদনমূলক এলাকা এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার আশেপাশে ইট ভাটা স্থাপন করা যাইবে না।

৯। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী (২৪/১০/২০০০ ইং তারিখের এস, আর, ও ৩২৪-আইন/২০০০) এর নির্দেশ মোতাবেক কয়লা আমদানীকারকগণ যে কয়লা আমদানী করিবেন সেই কয়লা ইট পোড়ানোর কাজে ব্যবহার করিতে হইবে।

এতদ্বারা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ২১শে নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখের আ.স.পত্র নং-পবম(শা-৩)২১/৯৯/৯৮৭ এবং ৭ এপ্রিল ২০০১ তারিখের পবম (শা-৩) ২১/৯৯/২৯১ সংখ্যক স্মারকের নির্দেশনা প্রত্যাহার করা হইল। তবে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০০১ এর বিধি বিধানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন ইট ভাটা স্থাপন করা যাইবে না। ইট ভাটা স্থাপন ও তদারকিতে আইনের কোন ব্যত্যয় অথবা গাফলতি ঘটিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দায়ী থাকিবেন।

জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারী করা হইল। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(সাবিহউদ্দিন আহমেদ)
সচিব